নবজীবন

নবজীবন।

(মাতৃপূজা ও রাজভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ
একাঙ্ক নাট্যলীলা।)

কলিকাতা ৭৯৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত

ও প্রকাশিত

১লা জানুয়ারি বুধবার ১৯০২ সাল,
ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

কলিকাতা,
৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন্ প্রেস,
ইউ সি, বসু এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৮ সাল

মূল্য [illegible] আনা।

শ্রীশ্রীশিবদুর্গা
সহায়

স্নেহ-উপহার।

শ্রীচরণ-বন্দনীয় ব্রাহ্মণ-বংশধর

চিরকল্যাণভাজন শ্রীমান্ ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীকরকমলেষু

স্নেহাস্পদ ভবশঙ্কর!

যাঁহার সর্ব্বজন-পরিচিত নামের পূর্ব্বে আর উপাধি আদির ভূষণ আবশ্যক করেনা, তুমি সেই সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যের পুত্র; পিতার ন্যায় সদ্বিদ্বান সদ্বক্তা সৎসাহসী ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদ্যমশীল ও অধ্যবসায়ী হইবে, এই মঙ্গলেচ্ছায় ভারতে নবজীবনের লক্ষণ দেখিয়া মাতার চরণ পূজার জন্য আমি এই যে কুসুমদাম চয়ন করিয়াছি, তাহা তোমার শৈশব-সুকুমার কোমলকরে বড় আশায় বড় ভালবাসায় অর্পণ করিলাম।

ষ্টার থিয়েটার,
কলিকাতা,
১লা জানুয়ারি ১৯০২

নিত্য হিতার্থী
শ্রীঅমৃতলাল দাস বসু

নিবেদন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রথম জাতীয় নাট্যশালা 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' স্থাপিত হয়, অমৃতবাজার পত্রিকা-সম্পাদক জগদ্বিখ্যাত দেশ হিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তখন আন্তরিক উদ্যমের সহিত পরামর্শ ও পরিশ্রমের সাহায্যে আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেন, পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রবাবু রচিত "মলিন মুখ চন্দ্রমা' গীতটী অবলম্বন করিয়া তিনিই আমাদিগকে "ভারত মাতা" নাম দিয়া একটী ক্ষুদ্র নাট্যলীলা অভিনয় করিবার সৎপরামর্শ দেন "ভারত মাতার' অভিনয়েই রঙ্গমঞ্চে জননী জন্মভূমির প্রথম পূজা উনত্রিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে,—মাতৃভূমির অনেক কর্ম্ম-বীর ধীর-পুত্রের ভক্তিজল সিঞ্চনে স্বদেশ বাৎসল্যের সেই ক্ষুদ্র অঙ্কুর এক্ষণে মনোহর তরুতে পরিণত, তাই আজি আবার আমি সেই ক্ষুদ্র ভারত মাতা'খানিকে স্মরণ করিয়া "নবজীবন" নামে এই নূতন 'রূপক খানি রচনা করিয় আমার পরম স্নেহাস্পদ কর্ম্ম সঙ্গীগণের সাহায্যে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিলাম দ্বিজেন্দ্র বাবুর 'মলিন মুখ', সত্যেন্দ্রবাবুর 'মিলে সবে, রবিবাবুর "অয়ি ভুবনমোহিনী' এবং বঙ্কিমবাবুর "বন্দে মাতরং"এর পরিবর্ত্তে আমার নূতন গান রচনা করিয়া দেওয় ধৃষ্টতা—তাই সেই হৃদয়ে মাদকারী অমৃতবর্ষী পদাবলী এই কয়েক পৃষ্ঠায় গ্রথিত করিয়া আমার ক্ষুদ্র গ্রন্থ পবিত্র করিলাম

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

পাত্রপাত্রীগণ।

পুরুষ

মহেন্দ্র সুরেন্দ্র	...	...	নাগরিক
যদু মধু শ্যাম	...	...	কেরাণী।
উমাচরণ	...	...	পুরোহিত
জীবনকৃষ্ণ	...	...	সাধারণ সভাপতি।
কন্‌ভেয়ান্স কিশোর মক্কেল মিত্র		...	উকীল
রসোসিন্ধ্‌কুমার চক্রবর্ত্তী		.	ডাক্তার
কুসীদকৃষ্ণ সেন	..	..	তেজারতি কারবারি ধনী

সন্ন্যাসী, ভারতবাসীগণ ও পেচকী,

স্ত্রী।

লক্ষ্মী।

ভারত মাতা।

[illegible]বৌ

ভারত রমণীগণ

নবজীবন।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ।

ভারতবাসীগণ

(গীত)

"মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান,
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শত খনি রত্নের নিদান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়।
রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত ললনা
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?

শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত ললনা
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়
ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ ?
আর যত মহ বীরগণ,—
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল ধূমকেতু,
আর্ত্ত বন্ধু দুষ্টের দমন
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়।
কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
"যতোধর্ম্মস্ততোজয়"
ছিন্নভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়।"

[ভারতবাসীগণের প্রস্থান।

(মহেন্দ্র ও সুরেন্দ্রের প্রবেশ)

সুরে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই Political agitation বলে একটা ডাক দেওয়া হয় বটে, কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে পাঁচ জায়গার লোক ডেকে একটু মিলে মিশে আমোদ করা; একে কংগ্রেস না বলে National Picnic বল্লে বরং কথাটা শোভা পায়।

মহে। আচ্ছা বেশ তোমার কথাই বজায় রেখে বলি, সেওতো একটা লাভ বেশি দিনের কথা নয়, যখন ভূগোলের পরীক্ষায় পাশ নম্বরটা রাখা ছাড়া বোম্বাই মাদ্রাজ পঞ্জাব প্রভৃতি দেশের নাম বা বিষয় জানার যে অন্য আবশ্যকতা আছে, তা আমরা মনে কত্তুম না, কেউ জানতো আমরা কালা বাঙ্গালী মাত্র, আর আমরা জানতুম যে মাদ্রাজীরা খালি অর্শ ফিশ্চুলার চিকিৎসা করে এই যে দাদাভাই নাওরোজী পার্লামেন্টের মেম্বর হয়েছিলেন, এখনও অত খরচ করে বিলাতে বাস করে হৃদয়োন্মাদকারী বক্তৃতা দ্বারা সেখানকার ইংরাজদের মনে আমাদের প্রাচীনা দুঃখিনী ভারত মাতার উপর স্নেহ অনুরাগ জাগিয়ে দিচ্ছেন, সেটা কি আমাদের কংগ্রেস হতে হয়নি?

স্থরে কেন আমাদের W C. Banerjee, লালমোহন ঘোষ, প্রাতঃস্মরণীয় মনমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু আর কর্মবীর স্বদেশবৎসল সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে—এঁরাওতো বিলাতের সাহেবদের কাছে ভারতের দুঃখের কথা বলে কম উপকার করেন নি

মহে আমি কি তা বলছি?—বাঁড়ুয্যে সাহেব আর সুরেন্দ্র বাবু না থাকলে কংগ্রেসের নামও কেউ শুনতে পেত না কিন্তু স্বর্গীয় পণ্ডিত অযোধ্যানাথ বা জষ্টিশ র‍্যাণাডে, ফি নাওরোজি, আনন্দ চার্লু, জষ্টিশ চন্দ্র বারকর, সুব্রহ্মণ্য আর্য্য, বাল গঙ্গাধর তিলক—এঁদের মত লোক বঙ্গের দেশ হিতৈষীদের সঙ্গে যোগ দেওয়াতে আমাদের এই Political agitationএ জোর পড়েছে কতটা? আমি তাই সবার নাম জানিয়ে। তবে মিষ্টার সিয়ানীর মত অনেক Mohamedan Gentlemanও ভারতের দুঃখমোচনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছেন।

সুরে বেশ তো—তাতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু দেশের হিতের তরে ডেলিগেটরা আসবেন, তার জন্য এত আড়ম্বর কেন? এই বাজহালে খাওয়ান দাওয়ানতে কতটা খরচ পড়ে যায় বল দেখি? সে টাকাটা বাঁচালে তার দ্বারা দরিদ্রের কি কোন উপকার করা যায় না?

মহে দেখ সুরেশ! ওই আমাদের একটা ভারি ভুল, আমরা সকল কাজেই বড় Extremeএ গিয়ে পড়ি; দুর্গোৎসব কর্বে—নহবত বসিও না যাত্রা দিওনা, খালি কাঙ্গালীকে লুচির সরা দাও আমরা এটা বুঝিসনে, যে তাদের Legitimate কাজকে Patronise না কল্লে রোশনচৌকিওয়ালারা যাত্রাওয়ালারা যে ক্রমে ক্রমে কাঙ্গালী হয়ে পড়বে জাতীয় জীবন গঠনে Serious কাজের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ ও একটা অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান; কর্ম্মবীর ইংরাজেরা এই আমোদের নিত্য প্রয়োজনীয়তা বোঝেন বলে তাঁরা এত দীর্ঘজীবি হন ও খাটতে পারেন It is a question, whether England's Commerce or England's Sports have made English men the First Nation on the face of th's Earth? তা ছাড়া এই কংগ্রেসের জন্য যাঁরা ডেলিগেট হয়ে এসেছেন তাঁরা আমাদের নগরের অতিথি, তাঁদের সম্মান দিলে সমাদর কল্লে আমাদের মনুষ্যত্ব ভদ্রতা ও লৌকিক আচার রক্ষা হবে আমাদের শাস্ত্রে অতিথিকে নারায়ণ বলে তা শিখিনি? ইংরাজদের মনে এই অতিথিসৎকারের feeling টা ইদানিং বড়ই বদ্ধমূল, তাই তাঁরা জগতে জাতিশ্রেষ্ঠ হয়েছেন। আমি ত্রৈলক্য মুখুয্যে মহাশয়ের কাছে শুনেছি, (যাঁকে Tailer Meoke jee বলে অনেকেই

জানেন) তিনি বিলাত থেকে দেশে আসবার কিছু পূর্ব্বে একদিন ওয়েডারবরণ সাহেবের সঙ্গে বাজারে যান সাহেবের বড় ইচ্ছা— তিনি বিলাতের ভাল পিয়ার ফল মুখুয্যে মহাশয়কে খাওয়াবেন; কিন্তু তখন প্রায় Season ফুরিয়ে এসেছে, দেখলেন একটী দোকানে মাত্র গোটাকতক ভাল পিয়ার ছিল, একজন খুচরো দোকানদার গেছে পাড়াগেঁয়ে সাহেব তা কিনে ফেলেছে, ওয়েডারবরণ সাহেব কিছু লাভ দিয়ে তাঁর কাছে থেকে গোটা কতক পিয়ার নিতে চাইলেন, কিন্তু সে লোকটা বেচতে রাজী হলোনা; তখন ওয়েডারবরণ সাহেব তাকে বল্লেন, "দেখ আমি নিজের জন্য চাচ্ছিনে, আমার এই বন্ধুটী ভারতবাসী গভর্ণমেণ্টের কাজে এসে ছিলেন শীঘ্রই দেশে যাবেন, এঁকে আমাদের দেশের ভাল পিয়ার খাওয়াবার জন্য আমার এত আগ্রহ", এই কথা শোনবামাত্রই সেই সাহেবটী বেছে বেছে গোটাকতক ভাল পিয়ার ত্রৈলক্যবাবুর সামনে ধরে দিলে, ওয়েডারবরণ সাহেব কত দাম দিতে হবে জিজ্ঞাসা করায় সেই পাড়া গেঁয়ে সাহেবটী উত্তর করে যে "মুখুয্যে সাহেব আমাদের দেশের অতিথি, The Guest of my Country, ওঁকে দুটো ফল খেতে দিলে আমি দাম নেব?" বোধ হয় ভাই একেই বলে Patriotism! এই জন্য ইংলণ্ড আজ আমাদের চেয়ে এত বড় দাঁড়িয়েছে, এই জন্যই ইংরাজদের জাতি শ্রেষ্ঠ হয়েছে।

সুরে ঠিক ঠিক, কংগ্রেস উপলক্ষে কলিকাতায় যত বিদেশী ভদ্রলোক এসেছেন তাঁদের যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করা প্রতি কলিকাতাবাসীর বিশেষ মাতৃধর্ম্মের অনুচিন্তা সংকার প্রথম পালনীয় কর্ত্তব্য; কিন্তু বছর বছর বৎসর এক এক জায়গায় তাঁবু গেড়ে আড্ডা করে Regular compass করবার জন্যে এত অর্থ

ব্যয় ও পরিশ্রমের যে কি আবশ্যকতা, আমি কিছুই বুঝতে পারিনে। সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যেতো ব্যারিষ্টারি পাশ, হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস্ কল্লে এর চেয়ে ঢের নিজের ভাল কত্তে পারতেন, দেশের লোকের ও সময় অসময় অনেক উপকার হতো

মহে হ্যাঁ, রোগেদের কতকগুলো টাকা গুজরৎ উড্রফ-সাহেব ও সাবল্যাণ্ডে না পৌছে দেশে থাকতে পারতো বটে। কিন্তু তোমার কথা ধরেই বলছি, যে অমন speech কর্ব্বার ক্ষমতা থাকতে নিজের রোজগার বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি না করে দেশের পাঁচজন জাতভাইয়ের কিসে উপকার হয় তার জন্য গতর খাটিয়ে মাথা বকিয়ে বেড়াচ্ছেন, এটা সুখ্যাতির কথা নয় কি? আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাজও তো কতকটা করেছেন, অনেকগুলো বড় চাকুরিতে দেশের লোকের ঢোকবার পথ খুলে দিয়েছেন, লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলের গড়ন এখন নতুন হয়ে গেছে, ইলেক্‌সনের দ্বারা দেশীয় লোক কাউন্সিলে প্রবেশ কচ্ছে, বজেটের খরচ খরচার উপর কথা কহিতে পাচ্ছে, তার উপর Right of interpellation, সেটা কি সামান্য লাভ?

হ্যাঁ এটা কংগ্রেসের দ্বারা হয়েছে বটে admit কচ্ছি; কিন্তু মহেন্দ্র! আমার মনের খটকাটা কি বলি শোন; তোমার আমার এই সব কাজে লাভ কি বা ব্রিটিশ কমিটীর through তে ইংলণ্ডে agitation এর শেষ ফল কি দাঁড়াবে, সাধারণ প্রজার মধ্যে কজন তার অর্থ বুঝিবে? এ সবে massএর Direct interest কি হয়? "দেশে বক্তৃতা দেশের হিত" বলে যে চেঁচাও, কিন্তু সাধারণ লোক যারা—গৃহস্থ গরীব, তোমার ইংরাজি লেখা পড়া বা মিলের Political Economy কি Adam's Wealth এর ধার ধারে না,

তাদের মনে কংগ্রেসের উপকারিতা কি করে প্রবেশ করিয়ে দেবে ? এ দেশে সাধারণ লোকের মনের ভিতর প্রবেশ করাবার দুটী পথ আছে, এক ধর্ম্ম, আর সঙ্গে সঙ্গে একটু পারিবারিক প্রেম; এই যে বছর দুই তিন আগে আমাদের বাঙ্গালীর মেয়েদের মধ্যে একটা সই পাতাবার ধুম উঠেছিল—তার গোড়াটা কি ? শুধু ঠাকুর স্বপ্ন দিয়েছেন আর স্বামী পুত্র ভাল থাকবে, এই কথাটা উঠেছে বইতো নয়; দেখ,—ঐ স্বপ্ন দেখলে, কথাটা সত্য কি মিথ্যা সে তর্কই উঠলো না; প্ল্যাকার্ড মারতে হয়নি হ্যাণ্ডবিল ছাপাতে হয়নি, কেবল দেবতার কথা রক্ষা হবে আর আত্মীয়জন ভাল থাকবে এই জনরব শুনে হিমালয় হতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যেখানে যেখানে বাঙ্গালী স্ত্রীলোক আছেন সবাই আপনা আপনির ভিতর সই পাতিয়ে ফেলে তা এমনি একটা ভাবে বোঝাতে না পাল্লে দেশ হিতৈষিতা বা কংগ্রেসের উপকারিতা সাধারণে উপলব্ধি কত্তে পার্ব্বে না

মহে। শুনেছি সুরেন্দ্রবাবুরও মত, যে রাজনীতিকে ধর্ম্ম ভাবে প্রচার না কত্তে পাল্লে আমাদের এই Re gion i E ist এ বিশেষ কোন কাজ হবে না হাঁ তা ঠিক; দেশ হিতৈষিতা, ধর্ম্মের একটী অঙ্গ তা আমাদের শাস্ত্রেইতো রয়েছে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী", আর একটু ভেবে দেখলে—মা দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী এঁদের ধ্যানের ভিতর ভারত মাতার রূপ কল্পনা বুঝতে পারা যায়

সুরে বলছো মন্দ নয়—"নারদাদি মুনিশ্রেষ্ঠৈঃ সংসেবিতাং ভব সুন্দরী" এটী বলার আবশ্যক কিন্তু শুধু Spiritual Mother হলে নারদাদি যে পূজা কর্ব্বেন এটা তো already under stood, কিন্তু

যখন দেবর্ষিগণ ও "বজ্রদীপময়দ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে" ভাঁদের মাতাকে পূজা করেছেন, সুতরাং হে মানব তোমাদের এটা অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য হচ্ছে।

মহে। Thank you বেশ বলেছে, Correct interpretation, কথাটা প্রাণে লাগছে বটে

সুরে। কিন্তু ভাই সাধারণের মনের ভিতর দেশহিতৈষিতা কংগ্রেসের আবশ্যকতা প্রবেশ করাবার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে, প্রজা বর্গকে হাতে হাতে ফল দেখান, তাদের কোন নিত্য অভাব পূরণ করা—নিত্য ক্লেশ মোচন করা তোমার মনে পড়বে কিনা জানিনে, কিন্তু যখন প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ (যিনি এখন আমাদের রাজা এড-ওয়ার্ড) এ দেশে বেড়াতে আসেন, তখন সাধারণ লোকে এই সুখবরটা শুনে জিজ্ঞাসা করেছিল "রাণীমার ছেলে আসছেন তবে ক বছরের খাজনা মাফ হবে, কাঙ্গালী ভোজন হবে কি?" এই রকম সব তাই থেকে আমার মনে হয়, আপনারা হাতে হাতে উপকার বুঝতে পারে এমন সব যদি কিছু কাজ করে দিতে পারেন, তা হলে রেলওয়ে গ্যাসলাইট পোষ্ট আফিস ইত্যাদির মত কংগ্রেসের নামটা একটা Household word ঘরো কথার মত প্রচলিত হতে পারে

মহে। তা কংগ্রেসের কর্ত্তারাতো বলছেন না যে তাঁরা সব-জান্তা; They are always ready to accept any reasonable suggestion; তোমার মনে কিছু উদয় হয় অনায়াসে তাঁদের জানাতে পার।

সুরে। Say—ধরগে, অনেক অভাব আছে কি বলি?—ভাল কথা মনে করে, এই জল-কষ্ট নিবারণ; সেবার

নাগপুর কন্‌ফারেন্সে এ বিষয়ে একটা resolution ও ছিল: তখনই আমার মনে হয়েছিল যে বলি—যেখানে বড় জল কষ্ট আছে, অথচ জমিদার গভর্ণমেন্ট কি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কেউ কিছু কচ্ছে না বা কত্তে পাচ্ছে না, কংগ্রেস সেখানে একটা ইদেরা বা পুকুর কাটিয়ে দিলে,—নাম হলো কংগ্রেস পুকুর তাহলে ভাব দেখি কংগ্রেসও যে দেবতার মতন দীনের বন্ধু, এভাব ছেলে বুড়ো মেয়ে সকলের মনে কি জাগবে না? কংগ্রেস বজায় থাকলে কত গ্রামের কত পরিবারের উপকার হবে, সেই পুকুর ব্যবহার কত্তে পেয়ে—

মহে। কথাটা বেশ বটে, কিন্তু এত টাকা কংগ্রেস পাবে কোথায়?

সুরে। যখন 1885এ বম্বেতে W, C, Bonarjeeকে প্রেসিডেন্ট করে কংগ্রেসের সূতিকা পূজা হয়, তখনকার সেই ছেলে খেলার ভাব দেখে কার মনে আশা হয়েছিল যে এই গরীব ভারত এই দেশহিতের কাজে, যার সঙ্গে বড় বড় রাজা রাজড়ার বিশেষ সংস্রব নাই, অনেক ইংরাজ মনে মনে Sympathy থাকলেও Intention টার উল্টো মানে হবে মনে করে প্রকাশ্যে মিশতে চায় না, সেই কংগ্রেস এই কটা বছরের মধ্যে এই দেশ হিতব্রতে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলতে পারবে? আমাদের সুরেন্দ্রবাবুর এখনও যা Energy আছে, আর পশ্চিমে পঞ্জাবে বম্বে মাদ্রাজে—why আমাদের নিজেদের বাঙ্গালা দেশেও যে সব ভারতমাতার সুসন্তান এই কার্য্যে উদ্যোগী আছেন, তাঁরা মনে করে এমন সৎকার্য্যের জন্য টাকা উঠতে কদিন লাগে? Besides that to tell you the truth, তোমাদের এই ব্রিটিশ কমিটীর জন্য বিলাতে যে রকম টাকাটা পাঠাতে হয়, সেটা

আমাব চোখে একটু ব্যঙ্গে খরচ বাজে খরচ মনে হয়, Returnটা যেন তাব তুলনায় কিছুই নয়।

মহে You dont understand যে কংগ্রেস নামটার মহিমা সাহেবরা যত বোঝেন, আমরা তার সিকি ও বুঝতে পারিনে আমি ভিতরকার কথা জানি, কংগ্রেসের first suggestion লর্ড ডফারিণের কাছ থেকে আসে। মিষ্টার মন মোহন ঘোষ প্রভৃতিকে তিনি এই Grand National Institution form কত্তে পরামর্শ দেন

স্বরে খুব সম্ভব, কেন না আমি একবার একটা বড়গোছের সাহেবের সঙ্গে কথায় কথায় কংগ্রেসের নামটা যেমন উচ্চারণ করেছি, অমনি তিনি মাথার টুপিটা খুলে খুব reverentially বল্লেন যে "Oh Congress! That's a Sacred Name." কিন্তু Between you and me, ইংরাজদের Patriotism sentimentally যেমন materially ও তার চেয়ে কম নয়; ওঁরা ব্যবসাদার জাতি। ওঁদের রথচাইল্ডের চক্ষে লাভালাভের হিসাবে একটা পয়সা ও অগ্রাহ্য নয় সুতরাং বৎসর বৎসর ব্রিটিশ কমিটির নামে ইংলণ্ডে যে টাকাটা যায় সেটা ইংলণ্ডের খাতায় ইণ্ডিয়া জমিদারীর একটা বাজে আদায় বলে জমা হয়। এই Voluntary Contributionএর অর্দ্ধেকটা বাঁচাতে পাল্লে দেশীয় প্রজার অনেক প্রত্যক্ষ উপকার করা যেতে পারে

মহে মন্দ বলনি, তোমার ideaটা আমি Speakerএর মুখ দিয়ে বলাবার purpose কর্ব্বো, মোদ্দাত যে জন্য তোমার সঙ্গে এতক্ষণ বকাবকি কল্লুম তা কি ভুল? তুমিতো আমাদের Calcutta Sittingএ পার্ট নেবে?

সুরে পার্টফার্ট বুঝিনে তবে পশুপতি ভায়া নাছোড়বন্দা, ডেলিগেটদের খাওয়া দাওয়ার তদারক ও দিকে একটু খাটতে বলেছেন, ওতে আমার আমোদ আছে, খাটিগে

মহে ওঃ পশুপতি বসু ? তাঁর যত্নে ডেলিগেটদের খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত বরাবর ভাল হয় By the bye আজ এক কাজ করা যাক চল, ষ্টার থিয়েটারে এই কংগ্রেস উপলক্ষে ভারত মাতা সম্বন্ধে একটা Allegorical Piece প্লে হবে, চল দেখে আসি

সুরে। ভারত মাতা ? ভারত মাতা নামটা যেন শোনা শোনা বোধ হচ্ছে, আর কখন ও প্লে হয়েছিল কি ?

মহে হাঁ ; যখন 1872তে চিৎপুর রোডে সান্যালদের বাড়ীতে প্রথম ন্যাশন্যাল থিয়েটার খোলা হয়, তখন অমৃতবাজারের এডিটার শিশিরবাবুর Suggestion এ "ভারতমাতা" নাম দিয়ে প্রথম মাতৃভূমিপূজা রঙ্গভূমে অভিনয় হয় সেই ছোট একটী সিনে যে তখন কি Grand sensation করে তুলে ছিল, দেশীয় লোকের কথা ছেড়ে দাও, সার উইলিয়ম হণ্টর প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজগণও, এমন কি মেজর বেয়ারিংএর মুখে শুনে তদানীন্তন Viceroy লর্ড নর্থব্রুক ওই টুকরো বইখানির কি সুখ্যাতি করেছিলেন, তা মনে হলে আজও আমাদের গর্ব্ব হয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরদের বাড়ীর "মলিন মুখ চন্দ্রমা" গানটা নিয়েই শিশিরবাবুর মনে ওই প্লেটা করাবার কথাটা উঠে ; আহা আমি এখনও যেন চোখে দেখছি, মহেন্দ্রবসু "ভারত মাতা" সেজে এলোচুলে কি সুন্দর গম্ভীর ভাবে বসতো, এ গেল বছর প্লেগে সেই মহেন্দ্রবসু মারা গেছে, অমন এ্যাক্টর আর কজন জন্মায় আহ

"ভাবত মাতা" ছাপিয়ে ছিল যে কিরণ বাঁড়ুয্যে, সেও আজ—এখনও মাসখানেক হয় নাই মারা গেছে; গেল গেল তখনকাব সবাই গেল।

সুরে। ও শোকের কথা তুলে কাজ নেই।

মহে। হ্যাঁ, চল প্লেটা দেখে আসা যাক।

সুবে কি সেই পুবণো জিনিস?

মহে অমনি পুবণো হয়ে গেল! তুমি কি সে প্লে কখনও দেখেছ?

সুবে না ভাই কেমন কবে দেখবো; তখন সবে ভূমিষ্ঠ হয়েছি, কাকা গল্প কবেন আমি শুনতে পাই।

মহে তবে আর কি, সে এক রকম চাক্ষুস দেখাই বলতে হবে বই কি—কেমন? বাহাদুব দেখছি সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত

সুবে হ্যাঁ আমি ধরা পড়লুম বটে, কিন্তু একবাব একটী বড় মুন্সেফ বেঙ্গল থিয়েটারের "প্রহ্লাদ চবিত্র" পুবণো বলে দেখেননি, কেননা তিনি ছেলে বেলায় গুরুমহাশয়ের পাঠশালে দাতাকর্ণেব সঙ্গে 'প্রহ্লাদ চবিত্র" পড়ে ছিলেন

মহে। বটে? এ ঠিক পূরণো নয়' সেই ভাবে আব সেই "মলিন মুখ চন্দ্রিমা" গানটা আশটা রেখে ষ্টার থিয়েটারবা একটী সুন্দর নতুন Patriotic Play করেছে, নাম হয়েছে নবজীবন। Loyal, Patriotic and Pleasing.

সুরে বটে? তবে চল একটা টাকা কাজে খরচ করা যাক

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গঙ্গার ধার—রাজপথ।

ভারত লক্ষ্মী।

(গীত)

নিরখিব কত দিন বল এই অলক্ষণ।
যাতনা স্বপন সনে ঘুম ঘোরে অচেতন
ত্যজিয়ে পুরুষকার, কপালে সকল ভার,
সন্তোষের শবে কর অলসে সব আলিঙ্গন।
আমি লক্ষ্মী বিষ্ণুজায়া, যুগ-যুগান্তরের মায়া,
(তাই) দেখে তোদের শীর্ণকায়া, হাযাতে করি রোদন
মনেরে না দিয়ে ফাঁকি, এখনো মেলিনে আঁখি,
ভারতে পারতো বাছা পরাতে ভূষণ।
তোদের মা ছিল যে ধরার রাণী
আজ কেন তা বিস্মরণ।

আহা বিফল ব্যাকুল হযে আমার এগণ, বিফল আকুল হয়ে যাবে যাবে রোদন, সহস্র সহস্র বৎসরের হীনতায ভারত সন্তানগণের প্রাণ অসাড় হযে গেছে ; বহুদিন হৃদয়ে বহন করে বেদনার যাতনা-অনুভব শক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়েছে

(পেচকের প্রবেশ)

পেচক ওমা লক্ষ্মী আর দেরি কেন ? আমার পিঠটা যে সড় সড় কচ্ছে ; সেই সত্যযুগের গোড়ায় তোমাকে পিঠে করে

এনেছি, সেই অবধি যে ভারত থেকে আর নড়তে চাওনা; বলি অন্য কোথায় যাবে কি, তাঁমায় স্মরণ কল্লে কেন?

লক্ষ্মী ও বাবা বার বার মনে করি তোমায় ডাকি, কিন্তু ওই যা বল্লুম—যুগযুগান্তের মায়া, এদের ছেড়ে যেতে যে মন সরে না। যখন হিমালয় পাহাড় পার হয়ে তলোয়ার ধরে মুসলমানেরা প্রথম ভারতে প্রবেশ করেছিল তখনই আমার আসন টলেছিল; কিন্তু বাবুর হুমায়ুন শাজাহান আকবর প্রভৃতি অনেকতক মুসলমান নরপতি এঁরা যে আমাকে এই খানেই ধরে রাখলেন, আর যেতে পেলুম না শেষ বাদশারা পূজায় তাচ্ছল্য কল্লে, ভাবলুম যাই তোকে ডাকলুম, কিন্তু ইংরাজেরা ভারতে এসে ধুমধামে লক্ষ্মী পূজা আরম্ভ কল্লে, আমার অংশে জন্ম নিয়ে ভিক্টোরিয়া রাজ-রাজেশ্বরী হলেন সাধু হেষ্টিংস, কর্ণওয়ালীশ, ক্যানিং, রিপণ, কর্জ্জন প্রভৃতি ভক্তগণ এখানে এসে ভারতমাতার প্রাচীন দেহে নবীন ভূষণ পরাতে আরম্ভ কল্লেন, তাই দেখে আমি মায়ায় এখনো আবদ্ধ রয়েছি

পেচক তা বেশ মা থাক, আমায় আর মিছে ডাকাডাকি কেন? গরীব জীব—দয়া করে বাহন করেছো, সমস্ত দিনটা বেশ ঘুমিয়ে কাটাই, সন্ধ্যা হলে দুটো একটা পোকা মাকড় ধরে খাই, তাতে আর বাধা কেন?

লক্ষ্মী ওরে বাছা অনেক দিন মনকে প্রবোধ দিয়ে রেখেছি কিন্তু আর থাকতে পাচ্ছিনে; দিতির ছেলেরা আমার দেখছি ক্রমে মাকে ভুলে গেছে যাঁর গর্ভে একদিন বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র অগস্ত্যাদি ঋষি জন্মেছিলেন, বেদব্যাস বাল্মীকি যাঁকে একদিন 'মা' বলে ডেকেছেন, ভীষ্ম কর্ণ ভীমার্জ্জুন যাঁর ধর্ম্ম-গৌরব রক্ষার জন্য

দেহপাত করেছো, আজ তাঁর কি দশা। যাঁর কোলে রাম—রাজা, লক্ষণ—ভাই, সীতা—স্ত্রী, দ্রৌপদী—রাণী, যশোদা—জননী!—পূর্ণ-ব্রহ্ম নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপে যাঁর পুণ্যক্ষেত্রে লীলা করে গেছেন!—সেই ভারতের পবিত্র অঙ্ক আজ শশাঙ্ক বিহীন আকাশের ন্যায় কালিমা ঢালা; কালের করাল মেঘ ছুটো একটা নক্ষত্রও যা ছিল তাও ঢেকে ফেলেছে। বাপ্পা নাই, বালক বাদল নাই, প্রতাপ নাই, প্রতাপাদিত্য নাই; বোনে বোনে বেবারিষিতে আমি সুবর্ণে সন্তুষ্ট করিনে বটে, কিন্তু সরস্বতীর ছেলে বঙ্গে প্রাণের টানটাতো ছিল; এখন কোথায় গেল সেই কালিদাস ভবভূতি খণা মিহির লীলা-বতী কৃত্তিবাস কাশীদাস মুকুন্দ মধু!

পেচক বুঝেছি বুঝেছি মা, মনটা তোমার এবার যাব যাব হয়েছে বটে, কিন্তু তোমার বোনপোদের ভিতর এখনও অনেকে বেঁচে আছে, এঁদের ছেড়ে যাবে কেন? আর দেখ মা,—তোমার কৃপা পান না পান, এখন এই ভারতে আমার আশীর্ব্বাদতো অনেকেই পেয়েছেন; মুখে বোকামির গাম্ভীর্য্য, ক্ষুদ্র চোখে ছোট নজর, পোকা মাকড়টা পেটে পোরবার লালসা, দিবসে আলসে অগাধ নিদ্রা, নিশায় গোপনে ভ্রমণ, আর কচিছেলের মতন "ট্যাঁ ট্যাঁ" করে রোদন; এতো প্রায় আমি ধুনে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছি

লক্ষ্মী বাছা বলিসনে বলিসনে, তুই দুঃখে অভিমানে ব্যঙ্গ করে বলছিস, কিন্তু [illegible] প্রাণে যে শেল বিঁধছে দেখ বাছা আমি আর একবার এদের বোঝাব, তারপর—ওহো বলতে পারিনে!—বুঝি বা ছেড়ে যেতেই হবে

পেচক। মা তমিষ্ঠ [illegible] [illegible] কিন্তু যাদের জানা

কাঁদছো, তাদের ভ্রুক্ষেপ ও নেই দেখ না চেয়ে, কেমন ওই সব হেসে খেলে বেড়াচ্ছে

লক্ষ্মী ওরে বাছা! তুই ওই পেচক চক্ষে দেখছিস যে ওরা হাসছে, কিন্তু আমি দেব দৃষ্টিতে ওই সব অধরে হাসি নয়—চিতার বিভীষিকাময় আলো দেখছি। (অন্তরালে অবস্থান।)

(যদু মধু প্রভৃতি কেরাণীগণের প্রবেশ।)

যদু। একবার বসতে হয় তাই ভাতের কাছে বসি, পেটে থাকে না যে অম্বল।

মধু। মেসো মশায় তোমায় বলবো কি? মাসকাবারের এখনও ১১।১২ দিন বাকি—আজ শালপাতা পেতে ভাতটা খেলুম, থালা আর ঘটীটে বাঁধা দিয়ে দেড়শের চাল কিনে আনতে হলো।

শ্যাম পেটের কথা খুলছেন তো আমিও বলি; বাবা যখন জাতব্যবসা চালাতেন তখন এর চেয়ে ঢের সুখে সংসার চলতো। ওই অত বড় বড়মানুষ সিমলের মিত্তিররা যখন নতুন কোটা তোয়ের করে, তখন ওঁদের মেজবাবু খড়খড়ির তাগাদা কর্ব্বার জন্য বাবার কারখানায় নিজে এসে বসে থাকতো আর এক ঘোড়ারডিমের ইঙ্গিরি ইস্কুলে গিয়ে আমি কি বাবুই হয়েছি! মন্‌টিথ কোম্পানির বাড়ীতে ২০৲টী টাকা মাহিনে; তা পেণ্টুলেন জুতো আর ট্রামওয়ের জন্য গড়ে মাসে প্রথম ১০৲টাকা যায়; দুপুর বেলায় জলখাবার আর জোটে না।

মধু আর দুঃখের কাহিনী ব্যাখ্যা করে কি? চল ছাওয়ায় ছাওয়ায় পাথুরেঘাটার ভিতর দিয়ে লুকিয়ে যাই; ট্রাম-ওয়েটাকে একদিন ফাঁকি দেওয়া যাক, সামনে দেখলেই চড়বার লোভ হয়।

পেটুক। (অন্তরাল হইতে) মা দেখছো—ঐ বীর কজন তোমার ত্যজ্য পুত্র

লক্ষ্মী ওরে বাছা আমি ত্যাগ করিনে ওরাই আমায় ছাড়ছে ; হাঁগো বাছা শোন না একটা কথা বলি।

যদু ও ঢের কথা শোনা আছে ; ভিখিরির জ্বালায় আর বাঁচা যায় না

লক্ষ্মী বাছা ! পয়সা চাইনে, আমায় একটা অন্য ভিক্ষা দে'।

যদু হ্যাঁ বাছা ! তোমার সাজগোজ যা দেখছি বড়মানুষের মেয়ে বলে বোধ হয়, তোমার আবার ভিক্ষে করা কেন ?

লক্ষ্মী ! ও বাছা ! পয়সা কড়ি চাইনে, আমার এই ভিক্ষে— যে তোমরা একটু মানুষ হও।

মধু এই যে খিষ্টাননি—মা ব্রাহ্মী ! অন্ধকার থেকে আলোয় আনছেন

লক্ষ্মী হাঁরে বাছা চিনতে পাল্লিনে ? কেবল বুঝি রেকের ভিতর ধান পুরে পুরুতের উপর একটা পূজোর বরাত দিস ? আমার গোলোকের রূপ কখনও ধ্যানেও আনিসনে ?

শ্যাম ওমা তুমিই লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী হ্যাঁ বাবা . একবার আলস্য ত্যাগ করে মায়ের দশা ভাব

যদু ওঃ বুঝেছি বুঝেছি,—ওই ভারতমাতার কাহিনী গাইবেরে ; ও মা লক্ষ্মি এই আজ পৌষমাসের পাওনা তোমায় যাহোক শশা কলা দেওয়া গেল, আবার সেই চৈত্রমাসে দেখা শুনা হবে এখন মা আমাদের ছেড়ে দাও ; ভাত খাই কাঁসি বাজাই— অত ভারতের ধার ধারিনা।

পেচক ও সোণার চাঁদেরা! আর দিন কতক গেলে ভাতও খেতে হবে না, আর কাঁসি ও ঝন ঝন কর্ব্বে

যদু। মা ভয় নেই ভয় নেই, এই পেন্সনটা নিই তারপর ভাবতের জন্য কত লাগবো—দেখো

[কেরাণীগণের প্রস্থান

পেচক শুধু ভাবত নয়, তখন বাতের জন্য ডাএবিটিসের জন্যও লাগতে হবে।

(মালা জপ করিতে করিতে ঘোষাল বৌয়ের প্রবেশ)

ঘো-বৌ। ঠুক ঠাক ঠক ঠক ফুট ফাট ফটং ফট—এই তিন হাজার তিন হলো; এ চুলোর পাঁচহাজার কতক্ষণে পুরবে গা? পোড়া দিদি শাশুড়ী মাগীর আবার শুনছি তো ব্যামো, মরে তো পুজো আহ্নিক ধর্ম্ম কর্ম্ম সব বন্ধ হবে। হরি—মধুসূদন—দর্পহারী!

লক্ষ্মী। ওমা তুমিতো দেখছি ভাল মানুষের মেয়ে, ঠাকুর দেবতার উপর একটু মন আছে।

ঘো-বউ হ্যাঁ বাছা আপনার মুখে কেমন করে বলি? কিন্তু বাছা তোমার নিমন্ত্রণ যাওয়ার মতন কাপড় চোপড় দেখছি—সরে যাও ছোঁবনা;—এখন আমার ও সব কথা শোনবার সময় নেই, মুখপোড়া মাঝি মিন্‌সে আধ পয়সায় ক'গাছা শাক দেছে দেখ। ঠুং ঠাং ঠুক ঠাক, ফুট ফট ফটাস ফট্—সাড়ে তিনহাজার হলো।

লক্ষ্মী। ওমা! ভাবিষ্যতের এ দুর্দ্দশা কী তোমরা দেখবে না, আপনার স্বামী পুত্রকে এ বিষয় উত্তেজিত কর্ব্বে না—

ঘো-বউ আমর মাগী, গহনা দেখিয়ে অহঙ্কার কত্তে এসেছিস, স্বামীপুত্রের কথা তুলিসনে বল্‌ছি।

লক্ষ্মী। ওম আমি তা বলছিনে ; ভাবতসন্তান নির্জ্জীব হয়ে পড়েছে—একেবারে মৃতপ্রায়।

ঘো-বউ। চুপ চুপ চুপ—বলিসনে বলিসনে, ও কথা কাণে শোনাসনে সে জানি জানি আমার গোঁতো মর মব ?—শোনাসনে শোনাসনে, এখনই ধর্ম্ম কর্ম্ম পূজো আহ্নিক জপ বন্দ হবে। ওই ও মাসে অমনি ওবাড়ীব খুড়শ্বশুবের একটা ছেলে জন্মেছে—শোনালে, ছদিন আহ্নিক হলো না, সেটা গেল—তবে আবাব মালা হাতে কবি, শ্রীধরেব ঘবে ঢুকতে পাই

লক্ষ্মী হ্যাঁগা বাছা তুমি কি বলছো ?—আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।

ঘো-বউ না—কিছু বুঝতে পাচ্ছনা ? অশৌচ হয়েছে খবব দিয়ে আমাব ধর্ম্ম নষ্টটা কত্তে এসেছো, পাঁচ ছ আনাব হাঁড়ী নষ্ট কর্ব্বার চেষ্টায় আছ,—আব কিছু বুঝছো না ? ওলো আমি পাঁচ-হাজাব ফুট ফাট্ না করে জলটুকু মুখে দিইনে, তোদের ওই ১০৮ বাব জপতো জপই নয় ফুট ফাট ফটাং পোড়া গোঁতগুলো অশৌচেব খবব না দিয়ে থাকতে পাবে না ঠুক ঠাক ঠক ওমা কলু বৌয়েব শাশুড়ী। তুমিই সত্য—তুমিই সত্য ধোপা কমর্দা . তুমিই সাক্ষাৎ নাবায়ণ তুমি শক্রব মরণ কত্তে পাব—ফুট ফাট ফটাং ফট [প্রস্থান]

লক্ষ্মী হে প্রাণপতি গোলোকনাথ তোমাব নামেব কি এই বকম দুর্ব্বস্থা দাঁড়িয়েছে। জাতিদের পরিবাব বৃদ্ধিতে আহ্লাদ মৃত্যুতে শোক—এ সব হৃদয়ের শিক্ষা পরিত্যাগ করে খালি গোটাকতক ঠুক ঠাক ফুট ফাট বলে—

পেচক। ওমা তুই আগে চিনিসনে, ওদের দোষ কি! ধর্ম্ম

শিক্ষাতো পায় না,—ওদের নারায়ণও যা ব্রহ্মদৈত্যও তা; পাছে ঘাড় ভাঙ্গে তাই পূজো করে, ঠাকুরকে দেখে যেন চৌকিদার, দুটো চারটে পয়সা কবলায় যাতে আপনার ঘরে ধন ঢেলে আর পাশের বাড়ীতে আগুন লাগায়

(উমাচরণঠাকুরের প্রবেশ)

উমা হারামজাদা হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া—এই বামনদহটা—আর দিন পেলেন না—দেশে গিয়ে বসে রইলেন; একেলা কত বাড়ী সারবো? ইস গয়লারা আবার পণ্ডিত হয়েছেন, একখানি নৈবিদ্যি বেশী দিয়েছেন কি না? কাছে বসে আধঘন্টা ধরে পূজো করালে

লক্ষ্মী এই যে একজন ব্রাহ্মণ; দেবতা ভারতের প্রথম গৌরব তোমাদের ব্রাহ্মণের জন্য, আমার একটা কথা শোন, একবার লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দাও দেশের মুখের দিকে চাও।

উমা। আরে যা ধাঁ মাগী, আমার মুখের দিকে কে চায় তার ঠিক নেই দেশের মুখের দিকে চাও, কেরে মাগী তুই?

লক্ষ্মী এই তো বাবা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছি আমি লক্ষ্মী।

উমা ঢের ঢের লক্ষ্মী দেখেছি; সেই সকাল বেলা দুখানা বাসী রুটী মুখে দিয়ে বেরিয়েছি, বারোটা প্রায় বেজে গেল এখনো জল বিন্দু পেটে পড়লো না তুই তো লক্ষ্মী কিন্তু জানিস মাগী আমায় আজ কত লক্ষ্মী পূজা করে ফিরতে হচ্ছে, আজি আমাদের পূজুরি বামুনদের মেইনরুডে এখনও সেনেদের বাড়ী, বোসেদের বাড়ী, যুগীদের বাড়ী, পেমারমার বাড়ী সব ফুল ফেলা বাকি রয়েছে।

[প্রস্থান।

(জনৈক সভাপতির প্রবেশ)

সভা। Resolution—Resolution ! I say ভারত মাতা আমার কাছে তোমার বিশেষ Oblige হয়ে থাকা উচিত ; আমিই বলেছি Resolution ভিন্ন তোমার আর গতি নেই।

লক্ষ্মী। (স্বগত) আহা কে এ ?—এ যে ভারতমাতার নাম করে দুঃখ কচ্ছে ! (প্রকাশ্যে) বাছা ! তুই কি ভারতের ভাবনা ভাবিস্ রে ?

সভা। ভাবিনে ? জাপানে লোক পাঠাতে হবে—দেশলাই তোয়েরি শিখতে, কামস্কাটকায় পাঠাতে হবে ষ্টকিং বুনতে, নিউজিল্যাণ্ডে—কমোড্ তোয়েরি কত্তে ; তুমি তো দেখছি একজন বড় ঘরের মেয়ের মতন, নেও—সই কর—কিছু চাঁদা দাও ; দেশের লোকের কোন বিবেচনা নাই, আদবে patriotism নেই। ভাব দেখি দেশের জন্য আমি এতটা কচ্ছি, কাগজ লিখে লিখে বন্ধু বান্ধবকে একটা মেম্বর করে দিলুম, কিন্তু আমার—রাজা সদানন্দের পুরণো ধার পাঁচহাজার টাকা, সেটা শোধবার উপায় করে দিলে না ? Ungrateful World ! Inhumane Mankind ! Unpatriotic India !

পেচক। একে ?—পাগল না পাজী ?

(উকিল ও ডাক্তারের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। হাঁ গা বাছা তোরা কে ? তোরাও কি একবার স্নেহ-অঙ্কে স্থানদায়িনী ... জননীর মুখের দিকে চাইবিনে ?

উকিল। ওমা সে ঢের চেয়েছি, এখন ওসব হয়ে গেছে। আপনি দেখছি স্ত্রীলোক—আপনার কথাটায় উত্তর দেওয়া Common politeness ... বলি মা—

ডাক্তার আরে আরে থাম থাম ভাই কনভেয়ান্স কিশোর, আগে ওঁর সঙ্গে introductionটা হোক; মহাশয়া! আমার Friend হচ্ছেন Mr. Conveyance কিশোর মকেল মিত্র—একজন বড় উকীল, আমি হচ্ছি Doctor Colosinth কুমার চক্রবর্ত্তী; আপনি কে? এই বার আমায় পরিচয় দিন।

লক্ষ্মী। আমি লক্ষ্মী

ডাক্তার লক্ষ্মী!—আমার চক্ষে Remittant Feverইতো লক্ষ্মী; আপনার Temperature কত?

উকীল আরে না না চুপ কর চুপ কর—আমি চিনিছি; উনি আমাদের বাস্তদেবী, আমাদের লাইব্রেরীতে ওঁর কথা সদা সর্ব্বদা চলে, অনেক বড় বড় ঘর ইংলিস্ বাজনা বাজিয়ে Green light জ্বেলে ধুমধামে আপিল কোর্টে ওঁকে বিসর্জ্জন দেয়। ভবানীপুরের এক বড়লোকের বাড়ীতে জাঁকিয়ে ওঁর নিরঞ্জনের উদ্যোগ হচ্ছে; সেথায় আমার ট্যামটেমি বাজাবার বায়না আছে; দেখি বাগবাজারের কাজটা সকাল সকাল সারতে পাল্লে তবে সেথায় যাব

লক্ষ্মী বাছা, তবে আমায় চেন দেখছি; আমার দুটো কথা শোন, তোমায় যেন চেন চেন কচ্ছি। বছর পাঁচ ছয় আগে যেন তোমায় ভারতের পূজায় বিশেষ উদ্যোগী দেখেছি।

উকীল Revered mother! সে কথা ছেড়ে দিন, তখন হাতে কেশ টেশ ছিল না তাই চড়ক উৎসব চড়ি চড়াচড় ঢাক বাজিয়েছি; এখন দেশে পশুর জমেছে, তাই ধাঁ কিটি কিটি তাক তাক সিন বাজাচ্ছি এখন তোমার নোট চেক্ সিল্‌ভারের সঙ্গে introduction হয়েছে, আর্তে নিতে গুণতে বড় ব্যতিব্যস্ত

মাঁ; একটু হাসতে অবসর পাইনে তা তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইবো কি? দেশহিতৈষিতা of Courseএটা বেশ ভাল জিনিস, কিন্তু মা ছেলেপুলেরা মানুষ হচ্ছে বড় হচ্ছে তারাই কর্ব্বে; আমাদের আর ওতে জড়াও কেন?

ডাক্তার ওমা ওঁকে চিনতে পাচ্ছো না, উনি একজন আদর্শ ভারতসন্তান, কিন্তু হাতে কেশ এলে দেশকে আর দেখতেই পান না

উকীল Yes yes মা বুঝতে তো পাচ্ছো, আমার জীবনটা এক রকম করে কেটে যাবে, বড় ছেলেকে বিলেত পাঠিয়েছি সে ফিরে এসে দেখবে তখন। you Know মা—At present is man's Divinity.

ডাক্তার Quite true তা বই কি,—এই Germ theory টা আমাদের সময়ে চলেছে, অবশ্য এর পর এটা nonsense বলে Prove হবে, তা বলে Why shall I not take time by the fore-lock? এই মা বোঝ At presentএর মহিমা

উকীল তবে মা লক্ষ্মী বিদায় হই। চল কলোসিন্থ, হাবু মল্লিকের সাবালকত্ব ১১টার ভিতর তোমাকে affidavit কর্ত্তেই হবে, মর্টগেজটা আজ sign হওয়া চাই

[উকীল ও ডাক্তারের প্রস্থান।

(অন্যদিক দিয়া কুসীদ বৃদ্ধ বাবুর প্রবেশ)

কুসীদ। চিনে লড়াই থেমেছে থেমেছে, ২০ টকা শিখবে আজ এই সব কখানা কাগজই ঝাড়ছি

লক্ষ্মী ও কুসীদ কোথায় যাচ্ছো?—শোন শোন

কুসীদ কে মা তুমি?

লক্ষ্মী। আমি লক্ষ্মী যে গে

কুসীদ এঁ্যা মা তুমিই সত্য। হাঁ মা এই যে আমি ডবল চব্‌শ্‌ লাগিয়ে তোমায় বন্ধ করে রেখে এলুম, কেমন করে সিন্দুক থেকে বেরিয়ে এলে মা? হ্যাঁ মা তোমার লক্ষণালক্ষণ কত মানি জাননা? গেল বৃহস্পতিবারে ভাগনেটা মরেছিল, তবু লক্ষ্মী বারটা মানি বলে তার খাট কেনবার বারোগণ্ডা পয়সা বাক্স থেকে বার করিনে মা লক্ষ্মী। তোমায় আমি এত মানি, আর এই কখানা কাগজ প্রিমিয়মে বেচতে যাচ্ছি, আর পেছু ডাকলে?

লক্ষ্মী। বলি বাছা তোমায় তো এত কৃপা করেছি, আমার কথা রাখ—একটু দেশের মুখের দিকে চাওনা।

কুসী ওমা তার আমার ত্রুটী নেই, আমি দেশের মুখের দিকে রাতদিন চেয়ে আছি কখন কার জমিদারি নিলাম হয়, কখন কার ছেলে নোট কাটে, কখন সুদের বাজার বাড়ে, আমি তাই অহর্নিশি লক্ষ্য করে আছি মা। Exchange Gazette না পড়ে দুর্গা নাম করিনে; আর এই তুমি আমায় কৃপা করে যা দিয়েছো—তা এঁটে সেঁটে পুঁটুলি বেঁধে রেখেছি, আপনিও খাইনে পরকেও কিছু দিইনে।

লক্ষ্মী। আহা তা নয়, একবার ভারতমাতার মুখের দিকে চাও দেখ, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

কুসী ওমা তার আমার ত্রুটী নেই, আমি জননীকে খুব ভক্তি করি। এই সেদিন টেঁকলেই মার গঙ্গালাভ হলো, ছ ছটা রূপোর যোড়শ ভাঁড় করে দিন তাঁর শ্রাদ্ধ কল্লুম আর "জন্মভূমির" কথা যে বলছো,—যার যার জন্মভূমি আমার কাছে বাঁধা ছিল, সব ফোরক্লোজ করে নিয়েছি।" আর "স্বর্গাদপি গরীয়সী"

যে বায় বাহাদুর—তাঁর জন্য হিজলি হাঁসপাতালে বারোখানা দড়ির খাটিয়া কিনে দিয়েছি ; ওমা ! বড়াল মশায় আমার অপেক্ষায় বসে আছেন এখন যাই , আবার কখন কি টেলিগ্রাম আসে—সুদেব বাজার যদি নেবে যায় ।

[প্রস্থান ।

পেচক মা দেখলেতো—তোমার ভারতের আর উপায় নেই মা ; যে রকম গতিক দেখছি, তোমায় পিঠে করে আমাকে উড়তে হলো , আমার ত্রিরাত্রের জ্ঞাতি কালপেঁচা দাদাই দেখছি এখানে এখন ডেকে ডেকে চরে বেড়াবেন ।

লক্ষ্মী আচ্ছা চল, একবার সেই সর্ব্ববিদ্যার জননী—সমগ্র ধরার উজ্জল মণির খনি বিমলা শ্যামলা ভারতমাতাকে শেষ দেখে যাই

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

হিমালয় পর্ব্বত ।

সিংহাসনে ভারতমাতা উপবিষ্ট —সম্মুখে ভারত সন্তানগণ নিদ্রিত

ভার-মা । (গীত)

উঠ উঠরে যাদুমণি আর কেন ঢালিয়ে কায় ।
দেখিযে তোদের দশা এ বাদি বিদরে হায়
মোহে ভাবিস থাকিস সুখে
শেল বিঁধে রে আমার বুকে

দেখে শ্মশান হাসি তোদের মুখে,
আঁখি জলে ভেসে যায়
যে শিরে মুকুট পরে, ছিলাম ধরার দণ্ড ধরে,
আমার ভালে কালে কালে সে মাথা লোটে ধরায়
ছিলাম ধন ধান্যে ভরা, পূজ দিত বসুন্ধরা,
দুঃখ আর যায়না ধর, সে ভারত আজ ভিক্ষা চায়
হাত-পেতে যার খেতো সবাই, জল খেয়ে সে ক্ষুধা মিটায়।

একি দীর্ঘ পরমায়ু কেন এতকাল বাঁচলুম? এই চোখের উপর কত অভ্যুদয় কত বিলয় দেখলুম, কত রাজ্য সাম্রাজ্য হলো গেল, পুরাণে নাম আছে কিন্তু ধামের চিহ্ন নাই আর আমার কেন অন্ত হলোনা? আরব গেল মিশর গেল রোম গেল গ্রীস গেল, আমার কাছে ধন নিলে জ্ঞান নিলে বসন নিলে ভূষণ নিলে, জগতকে দুদিন উজ্জ্বলরূপের লাবণ্য দেখিয়ে মোহিত কল্লে, শক্তি গেল—সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হলো আমার জীবন প্রদীপে তৈল ফুরিয়ে গেছে, তবু আলো মিট মিট করে কেন? এতো জীবন নয় বিকার, আলো নয়—আলেয়া! আহা বাছারা আমার বেশ নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে, স্থবিরার সন্তান তাই এত দুর্ব্বল. ভগিনী ব্রিটানিকা নিজের শক্তি অলক্ষ্যে কত সঞ্চার কচ্ছেন, তবু শীতল শোণিতে তাপ প্রবেশ কচ্ছেনা

(সুন্দরীর প্রবেশ)

(গীত)

"মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি।
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন অশ্রুবারি

চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হায়রে সহিতে না পারি॥"

ভার মা কে কাঁদে গো? আজ এই হিমালয় তলে এসে অভাগিনী ভারতের মুখ চেয়ে কে কাঁদে গো? স্বর যেন চিনি চিনি কিন্তু চোখের জলে—উনি কে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিনে।

লক্ষ্মী (গীত)

*"দেখগো ভারতমাতা তোমারি সন্তান।
ঘুমায়ে রয়েছে সবে শব প্রায় হীন প্রাণ
কালে বলবীর্য্য হীন, অন্ন বিন তনু ক্ষীণ,
হেরিয়ে এদের দশা বিদরিয়ে যায় প্রাণ
মরি এ দশা তোমার, হেরিতে না পারি আর,
অপার জলধি পার চলিলাম ছাড়ি এ স্থান।"

[প্রস্থান।

ভার মা একি! একি! লক্ষ্মী এসেছিলেন! কেঁদে ফিরে গেলেন—কোথায় গেলেন? বলে গেলেন—জলধি পার। তা যাও বাছা যাও আমিতো প্রাচীনা, নবীন অভ্যুদয়ে ব্রিটানিকা ভগিনী আমার জগত জয় করে রেখেছেন; যাও—তাঁর কাছে যাও, আমার সন্তানদের ভার এখন তাঁরই উপর বিধাতা এই স্থবিরা ভারতের ভার এখন ইংলণ্ডের করেই দিয়েছেন; ভগিনী আমার সন্তানগণকে নিজ সন্তান মনে করে অবশ্যই পালন কর্ব্বেন আহা। বাছারা আমার আর কতদিন ঘুমুবে? উঠ—জাগো, একবার তোমাদের দুঃখিনী মার পানে চাও উঠ বাছা

---

* এই গীতটী ৺দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

(গীত)

জাগোরে জাগোরে ওরে প্রিয়তম পুত্রগণ।
কোথা তোদের বলবীর্য্য—কোথা সে উন্নত মন॥
তোদেরি পুরাণ গাথা, সিংহ পৃষ্ঠে দুর্গা মাতা,
দশভুজে দশদিক করেন শাসন
তোমাদেরি ব্যাস কবি, এঁকেছিল বীর ছবি,
মুক্তবেণী যাজ্ঞসেনী শুধু ভাবতে গঠন
তোদেরি প্রতাপ রাণা, ভীম রণে দিয়ে হানা,
গিরি বনে ক্ষুণ্ণ মনে করেছিল দিন যাপন।
প্রচণ্ড ইংলণ্ড তোরে দিতেছে নবজীবন।

হ্যাঁরে। পূর্ব্ব কথা যেন ভুলে গিয়েছিস, অবিদ্যার মোহে যেন জীবন্তে শব হয়েছিস, কিন্তু যে ইংলণ্ডের সংস্পর্শে চিরদাসের দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন হয়, সেই ইংলণ্ড আজ শতাধিক বৎসর তোদের কোলে করে রেখেছেন, তাঁর নবীন বিদ্যার জলন্ত উত্তাপে তোদের মনে বল সঞ্চারের চেষ্টা কচ্ছেন, তবু কি তোদের চৈতন্য হবেনা? ধিক্ ধিক—কি বলবো।—তোদেরও ধিক, আমার কপালেও ধিক। আর বই খুলিস্‌নে, কাগজে কলমে এক করিসনে, বক্তৃতায় শক্তির ব্যাখ্যা করিসনে।

১ম ভা-স (জাগরিত হইয়া) কেগা?—কাণের কাছে কে কাঁদে? একটু ঘুমুচ্ছিলুম—তাতে কে ব্যাঘাত করে?

ভার-মা। ও বাছা আমি তোদের মা চিনতে পাচ্ছিসনে?

১ম ভা স চিনিছি চিনিছি, মা—তুমি? কিন্তু এখন একটু ঘুমুতে দাও।

২য় ভা স। (জাগিয়া) হাঁ মা এখন ডেকোনা, তোমার দুঃখ ঘোচাব বইকি, যখন মা বলেছি তখন ভয় কি? একটু অপেক্ষা কর, সময়ে সব হবে।

৩য় ভা স। তা বইকি—অমনি বসেই কি হলো এখন উপা-র্জ্জন বৃদ্ধির চেষ্টায় ঘুরতে হচ্ছে, এখন তোমার দিকে মন দিতে গেলে চলবে কেন? বেশতো—মা আছ, তোমায় কি মান্য করিনে? এই যে আমার নিজের গর্ভধারিণী মা ছিলেন, কাজের ভিড়ে তাঁর জীব-দ্দশায় খাওয়া পরার প্রতি তেমন দৃষ্টি কত্তে পারিনে, কিন্তু শ্রাদ্ধে যে দানসাগর কল্লুম নামটা যে দেশময় ঢি ঢি হয়ে গেল তেমনি তোমারও গঙ্গালাভ হোকনা, দেখো আমি হাতি ঘোড়া দান করে তোমার শ্রাদ্ধ কর্ব্বো।

৪র্থ ভা-স। কি কাণের কাছে বকাবকি কচ্ছো? একটু শোনাহে, কুঁড়ের মত বসে থাকার চেয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া ভাল নয়?

ভার মা তা ঘুমো—ঘুমো বাবা, তোরা যদি তাতেই সন্তুষ্ট থাকিস তাই কর, আমি আর কিছু বলবো না—তোদের কাছে আর কাঁদবো না।

৫ম ভা স কি মা তুমি কাঁদবে না?—অবশ্য কাঁদবে—অশ্রু-জলে জলস্থল টল মল করে দেবে, এই বিপুল বিশ্ব রোদনানলে ভস্ম করে ফেলবে আমরা তোমার ধীর বীর স্থির অশ্রু নীরে অধীর সন্তান থাকতে তোমার কান্নার ভাবনা? কে পারে? জীবন থাকতে হৃদয় থাকতে প্রাণ থাকতে আত্মা থাকতে জননী স্বরূপিণী জন্মভূমির যাতনাকে সহ্য কত্তে পারে? I pro n se and n-nounce it to this wide-world, that when I get a litt e

leisure after my day's work, evening's entertainments, night's sleep, and wife's admonition—that sweet sacred and certain curtain lecture, I will spend the last drop of my blood left by the musical mosquitto for my Mother Country; but permit me now for a while to be wrapped in the embrace of Mother Morphius.

৬ষ্ঠ ভা স ধিক ভীরু! বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়লি পোড়া ওয়াটার কুলাধম? জাগো জাগো ভ্রাতৃগণ "ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ?" "একতান মন প্রাণ" গ্যারিবল্ডি ওয়ালেস ক্রস্ অসভ্য জাপান ভাল কথা সেজবৌ কোথা গেল? একটা পান দাও" ; সং ওকে আর ডেকে তাকে এখন একটু শুই

১ম ভা স কে হে ইংরিজী বাঙ্গালা ঝাড়ছিলে? পোড়া দেশের মুখে আগুন লাগুক—একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতেও পাবনা? ভারত—ভারত শোনাচ্ছেন, আমরা সেকালে কত করেছি জান? তোমরা কাজটা করেছো কি? মিছে এক হুজুগ করে গোলমাল কচ্ছো ; বাঙ্গালীকে লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্ণর করতে পেরেছো? আমার ভাগ্‌নেটা যে এলে ফেল হয়ে বসে আছে, তার একটা চাকরী করে দিতে পেরেছো? দেশীয় কৃষিবিদ্যার উন্নতির জন্য সাহেবদের টেবিলে গাঁদাল পাতাটা চালিয়ে দিতে পেরেছো? আমাবলাতে ম্যালেরিয়া ঢুকিয়ে দিতে পেরেছো? হাতিবাগানের ভট্টাচার্য্যদের পেণ্টুলেন পরাতে পেরেছো? পারনি—পারনি দেশের বাদ জোর কিছু উন্নতি কত্তে পারনি, পেণ্টুলেন ইম্‌পোর্ট কি ম্যালেরিয়া এক্সপোর্ট কিছু কত্তে পারনি ঘুম পাচ্ছে আর বক্‌তে পারিনে—শুই ও ম্যাকিণ্টস স্কট্ সাহেব, আমার লেক্‌চারটা যেন verbatim report হয়!

ভাব মা ওবে তোদেব এই পাগলামি দেখে লোক হাসে, কিন্তু তোমার যে বুক ফেটে যায়

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী আহা মাগো জননী ধবাব বাণী—বেদ বিদ্যা-প্রসবিনী। কা'দেব কাছে কাঁদছো?—এ দুঃখ বাণী কে বুঝবে? সে প্রাণ গিয়েছে, দারিদ্রের দায়ে এখন নিজের উদরই সবার ইষ্টদেবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে বিশ্বজনীন উদারতা আর কি ভারতে আছে? আর কি নিঃস্বার্থ প্রাতৃভাব আর কি "বঙ্গদ্বীপময়দ্বীপে সিংহাসন সমন্বিতে প্রফুল্ল কমলারূঢ়া" জগতবন্দিনী জগদ্ধাত্রী ভারত জননীর প্রতি ভারত সন্তানের সে মাতৃভক্তি আছে? মাগো! তোমার ভুবনমোহিনী শ্যামলকান্তি—তোমার শান্তিময়ী অঙ্কের সুখাসন আর কি আমরা স্মরণ করি? মাগো। মুখে বলি মা মা,—কিন্তু তুমি যে জননীর জননী—আর্য্যজাতির প্রসবিনী—অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা—জগতে ধন্যা কোটী কোহিনূরের খনি, তাকি আমরা মনে করি? আর কি মা মনে আছে, যে তোমার নামে পুণ্য ক্ষেত্রে ধান্য—খনিতে স্বর্ণ। তোমার স্থলে তীর্থ—জলে অমৃত। আর কি মা স্মরণ আছে, তোমার সেই বাক্যে বেদ সেই সাধ্য বীর্য্য—সেই শিক্ষায় ধৈর্য্য। তোমার আকাশে প্রথম সূর্য্যোদয় তোমার প্রকাশে প্রথম জ্ঞানোদয়

(গীত)

"অয়ি ভুবন মনোমোহিনী

অয়ি নির্ম্মল সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণী।

জনক জননী—জননী।

নীল সিন্ধুজল ধৌত চরণ তল,
অনীল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর চুম্বিত ভাল হিমাচল শুভ্রতুষার কিরীটিনী।
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে,
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী।
চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা,
পুণ্য পীযুষ স্তন্য বাহিনী।"

ভার-মা কে রে—কে রে? চুপ কর আর বলিসনে, নির্ব্বাণ আগুণ জ্বেলে আমার প্রাণ আর দগ্ধ করিসনে, তারা গেছে—যারা আমার সুসন্তান ছিল সব গেছে কে আর আমার দুঃখ মোচন কর্ব্বে?—কে আর আমার মুখপানে চাইবে

(আরও কতিপয় ভারত সন্তানের প্রবেশ)

সকলে মা আমরা আছি,—আমরা আছি, তুমি পুত্রহীনা নও মা

৭ম ভা-স মাগো ভারত জননী শোন মা ইংলণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁর বিদ্যা দানে তাঁর উদারচেতা উন্নতমনা বীর সন্তানগণের সংশ্রবে এনে আমাদের এই নির্ব্বাণোন্মুখ মৃত প্রায় দেহে নবজীবন দান করেছেন, জীবন দীপে আবার জাতীয় তেজ সঞ্চার কচ্ছেন; তাঁরই স্বাধীন শিক্ষায় তাঁর সমক্ষেই আমরা

জাতীয় অধিকার ভিক্ষা কত্তে শিখেছি; এখনও আমাদের অনেক ত্রুটী আছে অনেক শিক্ষা কত্তে বাকি আছে কিন্তু মা, ঘুমন্ত প্রাণ জেগে উঠেছে; এই যে জাতীয় সমিতি সংস্থাপিত হয়েছে বড় ক্ষুদ্র অঙ্কুর মা! কিন্তু তোমার উর্ব্বর মৃত্তিকা আর ইংলণ্ডের বারি সিঞ্চন বিফলে যাবে না পুণ্য-শ্লোকা ভিক্টোরিয়ার সুপুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড আজ সিংহাসনে, সাধু হৃদয় লর্ড কর্জ্জন আজ আমাদের জাতীয় জীবন তরীর কর্ণধার, মহামতি উড্‌বরোর হাতে বঙ্গের পরিচালন ভার; বোম্বাই মান্দ্রাজ পশ্চিম পঞ্জাব দাক্ষিণাত্য মধ্যদেশ আজ অনেক সুসন্তানকে অঙ্কে ধারণ করেছেন। বঙ্গে বিদ্যাসাগর হরিশ গিরিশ কৃষ্ণদাস রামমোহন মনোমোহন রাম-গোপাল নবগোপাল রাজেন্দ্রলাল আদি গেছেন বটে, কিন্তু এখনও শিশির আছে উমেশচন্দ্র আছে রমেশচন্দ্র আছে আনন্দমোহন আছে সুরেন্দ্রনাথ আছে, গুপ্তভাবে আরও অনেক স্থলে অনেক সুধীজন আছেন; তোমার পূজার জন্য জীবন বলিদান ও তাঁরা তুচ্ছ করেন! আশীর্ব্বাদ কর মা—তাঁরা যেন দীর্ঘজীবি হয়, তাঁদের প্রাণের এই উৎসাহ এই উত্তেজনা এই মাতৃভক্তি যেন প্রদীপ্ত থাকে;—তা হলে এই ইংরাজ রাজ্যে আবার তোমার মুখ উজ্জ্বল দেখবো, আবার সকলে এক মনে এক তানে বঙ্কিমের সেই মধুর গাথা "বন্দে মাতরম্" গাইবো।

সকলে মাগো ক্ষমা কর ক্ষমাকর, ভ্রাতৃগণ জাগো জাগো, আর আমরা ঘুমুবো না।

(কতিপয় ভারত রমণীর প্রবেশ)

১ম ভা-র দাদা তোমরা আগে বটে, কিন্তু কন্যার মত পিতা মাতার সেবা কে করবে? তোমরাই তো ইতিহাস—কথা

শুনিয়ে বলেছো, যে রাজপুত রমণীরা একদিন ক্ষেত্রে বীর্য্য বীজ বপন করেছিল, স্পার্টায় যখন পুরুষে ধনুক ধরেছিল স্ত্রীলোকেরা তখন বেণী ছিন্ন করে গুণ রচনা করে দিয়েছিল, মহাশক্তির অংশে আমাদের জন্ম, তবে মার নাম গানে কেন আমরা যোগ দেব না?

সকলে। জয় ভারতজননী। জয় ভারতজননী। জয় বঙ্গমাতা।

(গীত)

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং, শস্য শ্যামলাং মাতরম্॥
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্,
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্
"ত্রিংশ কোটী কণ্ঠে উচ্চারিত জয় জয় নাদে,
ত্রিংশ কোটী শির বন্দিত সরসিজ পাদে,
পদ্মচন্দ্র শোভা শ্রীমুখ চাঁদে",
বহুবল ধারিণীং, নমামি তারিণীং মাতরম্
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বংহি দুর্গা দশ প্রহরণ ধারিণী,
কমলা কমলদল বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং—
নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাং সুজলাং সুফলাম্ মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাম্ সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্

যবনিকা।

সমগ্র হুগলি জেলার বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ ওস্তাদ

৺ রামকুমার দাসের অনুবাদিত

কশ্যপ-তন্ত্র।

(রোজা হইবার ও ওস্তাদি বিদ্যা শিক্ষার চূড়ান্ত পুস্তক)

অধিক কি জানাইব বর্ত্তমান সময়ের আড়ম্বর জাত যা তা বাজে কল্পিত মন্ত্র সংযোজিত পুস্তক নহে, ধন্ম শপথ যথার্থ মন্ত্র সকল পরিপূর্ণ পুস্তক মনুষ্য ও জীবগণের হিতার্থে এই অমূল্য রত্ন মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলাম মন্ত্র মুদ্রিত হইল বলিয়া, যে কার্য্যে ফলদায়ক হইবে না, সে বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক যেমন চুম্বক প্রস্তর যেখানে থাকুক না কেন, তাহার আকর্ষণ শক্তির হ্রাস হয় না, তেমনই যথার্থ মন্ত্রের গুণ কখনও হ্রাস বা বিফল হয় না, নিশ্চয় জানিবেন

কশ্যপ তন্ত্র অনন্ত রত্নাকর, এ রত্ন ঘরে থাকিলে আর রোজার খোসামদ করিতে হইবে না, স্বয়ং এই পুস্তক দৃষ্টে সকল অভিলষিত বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিবেন এবং আপদ বিপদ উপস্থিত হইলে কাহারও সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং উত্তীর্ণ হইবেন। কারণ ইহাতে সর্প দংশনের ঝাড়ন, মথন, আপনসার, কড়ি চালিয়া সর্প আনয়ন ইত্যাদি যাবতীয় সর্পদংশনের ক্রিয়াকরণ মন্ত্রসকলে পরিপূর্ণ আছে, তদ্ভিন্ন, ভূত, পেঁচো ডাইন, উপদেবতা ঝাড়ন, রক্ষা-কবচ, কুক্কুর শৃগালাদি হিংস্র জন্তুর দংশন ঝাড়ন, গরল চিকিৎসা, তদ্ভিন্ন বশীকরণ, স্তম্ভন, মোহন, উচাটন, বাণ বিদ্যা, ইন্দ্রজাল বিদ্যা, ভেল্কি-বিদ্যা, গুপ্ত তন্ত্র মন্ত্র, ইত্যাদি যাবতীয় অত্যাশ্চর্য্য বিষয় সকল সন্নিবেশিত আছে, লিখিয়া সে সকল বিষয় বর্ণনাতীত পুস্তক দৃষ্টে জ্ঞাত হইবেন যে কি অমূল্য রত্ন প্রকাশিত হইয়াছে, অধিক কি জানাইব পুস্তকখানি কার্য্যদায়ক না হইলে তৎক্ষণাৎ মূল্য ফেরৎ দিব।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুল ভিঃ পিঃ ।৵ আনা

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—৯৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চা এদেশে জন্মায় কেন ?

অবশ্য এ দেশের লোকের দেহ মন ভাল রাখিবার জন্য ইহা প্রয়োজনীয়—সেই জন্য মদ সর্ব্বাপেক্ষা অপকারী—বিশেষতঃ এ দেশে ; ভাল চা পান করিলে শরীরের শৈত্য ও অবসন্নতা দূর হয়, দেহ তাজা ও মন প্রফুল্ল হয়, অথচ জ্ঞান চৈতন্য লোপ হয় না, দেহে নানা রোগের উৎপত্তি হয় না, কার্য্য কর্ম্ম নষ্ট হয় না, আর অশিক্ষিত অর্থ ব্যয় হয় না। সর্দ্দি হইয়া জর হইলে বা অধিক পরিশ্রমের জন্য স্বাস্থ্য-বৈলক্ষণ্যের উপক্রম হইলে সময় মত এক বাটী গরম ভাল চা রোগশয্যা ও ঔষধ ক্রয়ের বহু ব্যয় হইতে নিস্কৃতি দিয়া দেয়। যিনি নিয়মিতরূপে বিশুদ্ধ চা পান করেন ম্যালেরিয়া সহজে তাঁহার নিকট ঘেঁষিতে পারেনা।

আর ভাল চাএর ভাবনা কি !!!

ঘরে ঘরে ভাল চা চালাইবার জন্য কলিকাতার ইউনিয়ন কোম্পানি অতি সস্তায় অতি উৎকৃষ্ট চা এই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বিক্রয় করিতেছেন ; ইহাদের চা যেমন টাটকা যেমন বিশুদ্ধ তেমনই সুগন্ধপূর্ণ ও সুস্বাদু ;—

পাঁচ আনা হইতে ১৲ টাকা পর্য্যন্ত পাউণ্ড।

আবার টাকা লাভ !

একটী এক পয়সার চাএর মোড়ক কিনিলে অনেক গুলি টাকা পাইবার বরাত থাকে; প্রতিমাসেই এইরূপ পুরস্কারের বন্দোবস্ত আছে, বারোমাসের একটাতেও কি লাগিবে না ?